উন্নয়নের অভিযাত্রায়
অদম্য বাংলাদেশ

দিন বদলের অগ্রযাত্রায় খাগড়াছড়ি

উন্নয়ন ও সাফল্যের ১২ বছর (২০০৮-২০২০)

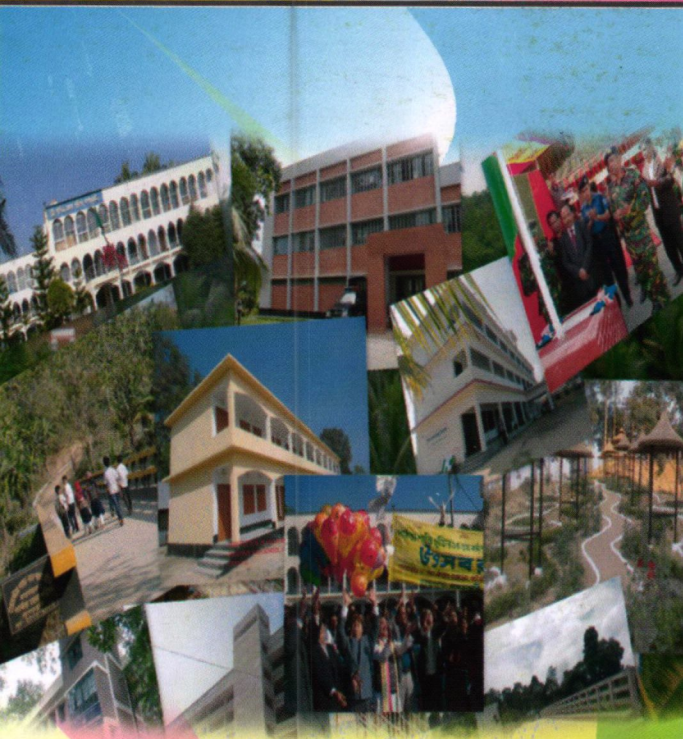

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

(উন্নত-সমৃদ্ধ খাগড়াছড়ি বিনির্মাণে নিবেদিত)

KHAGRACHARI HILL DISTRICT COUNCIL(KHDC)

www.khdc.gov.bd,
E-mail: khdcbd@gmail.com, Fax: 0371-61878

উন্নয়ন ও সাফল্যের ১২ বছর (২০০৮-২০২০)

প্রসংগ কথাঃ

দেশব্যাপি উন্নয়ন মেলা পরিচালনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা'র সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম প্রান্তিক পর্যায়ের মাঝে তুলে ধরা, যাতে জনগণ সরকারের উন্নয়ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জনে সরকারের সাফল্য প্রচার ও এসডিজি কার্যক্রমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও সরকারি কর্মকর্তাদের যৌথ অংশগ্রহণে স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে মতবিনিময় ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং শেখ হাসিনা ব্রান্ডিং এর জন্য "শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ" সম্পর্কে জনগণের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন সেক্টরে অভূতপূর্ণ উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনে জেলার বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরের মাধ্যমে এ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ফলে, এতদ অঞ্চলের গণ মানুষের মধ্যে সরকারের প্রতি গভীর ভালবাসা সঞ্চারিত হয়েছে। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিকশিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট আইন পাশ করা হয়েছে।
২০১৪ সালে পরিষদ আইন সংশোধন করে সদস্য সংখ্যা ৪ জনের স্থলে ১৪ জন করা হয়েছে। সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার রূপরেখা দেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অবদানের কারণে রাজধানীর বুকে বেইলী রোডে প্রায় দুই একর জায়গায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য শান্তিচুক্তির পুরোপুরি বাস্তবায়নের ঘোষণা প্রদান করেন এবং সব পক্ষকে ঐকবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান । আমরা সকলে শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছি এবং ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ি সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন সংশোধিত হয়েছে।
দিন বদলের অগ্রযাত্রায় সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ নিরলসভাবে কাজ করছে। উন্নয়ন মেলা-কে সামনে রেখে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত কিছু উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরা হলো। তবে, সময় সংকীর্ণতার কারণে বড় পরিসরে উন্নয়ন পরিক্রমা বের করা সম্ভব হয়নি। তাই, পাঠকবৃন্দকে ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানাই। একই সাথে এ বুকলেট ছাপায় যাঁরা স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজ করেছেন, তাদেরও ধন্যবাদ জানাই।

মংসুইপ্রু চৌধুরী
চেয়ারম্যান
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

তথ্য প্রযুক্তি ঃ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ কর্তৃক তথ্যবহুল নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.khdc.gov.bd) চালু করা হয়েছে। হস্তান্তরিত বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ও বেকার যুবক যুবতী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । তাছাড়া, অনলাইনে শিক্ষাবৃত্তির আবেদনপত্র গ্রহণ, অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণ, অনলাইনে চাকুরীর আবেদনপত্র গ্রহণ, উন্নয়ন প্রকল্পের আবেদনপত্র গ্রহণ, ই-টেন্ডার চালু, হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ছুটি মঞ্জুর, পাবলিক ফ্রি Wi-Fi জোন স্থাপন, সিসি টিভি স্থাপন, ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে ।

সম্পাদনা পরিষদঃ

টিটন খীসা, তৃপ্তি শংকর চাকমা

ছবি,তথ্য সংকলন ও কারিগরী ব্যবস্থাপনাঃ

মোঃ সাইফুল্লাহ, প্রভাংকর দেওয়ান, এবং চিংলামং চৌধুরী

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর ঐতিহাসিক "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি" স্বাক্ষরিত হয়, যা "পার্বত্য শান্তিচুক্তি" নামে বহুল পরিচিত। এ চুক্তি সম্পাদনের ফলে বিগত শতকের আশি ও নব্বই এর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিরাজিত পরিস্থিতির অবসান হয় এবং পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে যুক্ত হয়। । শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বর্তমান সরকারের আমলে বিগত ৯ বছরে ১২টি সরকারী বিভাগ/বিষয় এ পরিষদে হস্তান্তর করেছে। যেমনঃ যুব উন্নয়ন,মাধ্যমিক শিক্ষা, পর্যটন বিভাগ,স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,বিএডিসি,সরকারি শিশু সদন,তুলা উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি। চুক্তির আলোকে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধনের ফলে পরিষদসমূহ সরাসরি উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পরিষদসমূহকে আইন অনুযায়ী প্রবিধান প্রণয়ণ,৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ,বাজেট অনুমোদন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ভূমি ক্রয়/বিক্রয় এবং হস্তান্তরে এ পরিষদের পূর্বানুমোদন নেয়ার বিধান করা হয়েছে। এ পরিষদে উন্নয়ন বরাদ্দ পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তর ছাড়াও দেশী বিদেশী বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা এ জেলায় ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

শিক্ষা ঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার শিক্ষার উন্নয়নে ৫৩৫টি প্রকল্প/স্কীমের মাধ্যমে ৬৬ কোটি ৪০ লক্ষ ১১ হাজার টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ খাতে জেলার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ছাত্রাবাস নির্মাণ/সংস্কার, ৪র্থ ও ৭ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি চালু, উচ্চ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমুহের শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ/ডেস্কটপ কম্পিউটার বিতরণ, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং আবাসিক বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস পরিচালনা করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান ও ব্যবস্থাকরণ ঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার কর্মসংস্থান ও ব্যবস্থাকরণ খাতে ১টি প্রকল্প/স্কীমের মাধ্যমে ৫০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পানীয় জল ও পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ ঃ

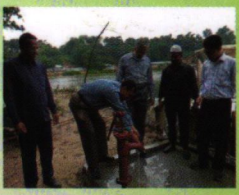

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণের লক্ষ্যে এ খাতে ১৩টি প্রকল্প/স্কীমের মাধ্যমে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন ঃ

এ জেলায় আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে জেলা পরিষদ কর্তৃক এ খাতে ২টি প্রকল্প/স্কীমের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে ।

সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ব্যাপক সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।পার্বত্য জনপদের ঐতিহ্যবাহী বৈসু, সাংগ্রাই,বিজু এবং বাংলা নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান, শান্তিচুক্তির বর্ষপূর্তি, দিবস এবং অন্যান্য দিবসসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ শিশু কিশোরদের মধ্যে প্রতিভা অন্বেষণের জন্য "শিশুদের সেরা কণ্ঠ" প্রতিযোগিতাসহ জেলা পরিষদ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছে।

সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়কঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক খাতে ৭টি প্রকল্প/স্কীমের মাধ্যমে ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। গরীব দুঃস্থ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

UNDP-CHTDF এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প ঃ

UNDP-CHTDF এর অর্থায়নে এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের পরিচালনায় কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প খাতে ১৭ কোটি টাকা বরাদ্ধ দিয়ে ২২০০০ জন কৃষকদের প্রশিক্ষণ, কৃষক মাঠস্কুল নির্বাচন, কৃষক মাঠ স্কুলের প্রদর্শণী প্লটের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান এবং জুম চাষের উপর গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

যোগাযোগঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৬৪৮টি প্রকল্প/স্কীমের মাধ্যমে ১১১ কোটি ৬৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ খাতে জেলার যোগাযোগ সেক্টর, বিশেষতঃ উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সড়ক নির্মাণ,আরসিসি ড্রেইন, বিভিন্ন রাস্তায় ধারক

নির্মাণ, কালভার্ট/ব্রীজ নির্মাণসহ যাত্রী ছাউনী নির্মাণ করা হয়েছে।

আর্থ- সামাজিক ঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৪টি প্রকল্প/স্কীমের মাধ্যমে ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬ হাজার টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা

হয়েছে। এ খাতে প্রান্তিক কৃষকদের সেচ যন্ত্রপাতি ও সেলাই মেশিন সরবরাহ সহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রকল্প এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয় ।

ভৌত অবকাঠামোঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩৬৩টি প্রকল্প/স্কীমের মাধ্যমে ৩১ কোটি

৯৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ খাতে জেলার বিভিন্ন আর্থ- সামাজিক, ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সংগঠন/সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ধর্ম ঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ধর্মীয় খাতে ৬৪১টি প্রকল্প/স্কীমের মাধ্যমে ৩৮ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫২ হাজার টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

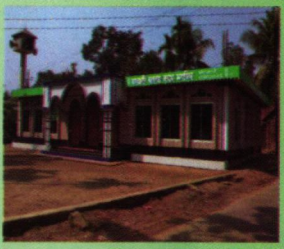

এ জেলার বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে (মসজিদ,মন্দির,গীর্জা ইত্যাদি) উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

আয়বর্ধনমূলক ঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আয়বর্ধনমূলক খাতে ২৩টি প্রকল্প/স্কীমের মাধ্যমে ৩ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার

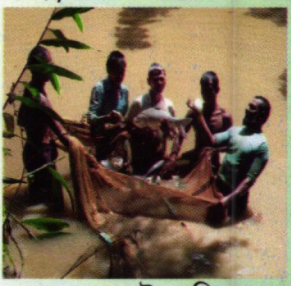

পরিষদ কর্তৃক এ জেলার বেকার যুব পুরুষ ও মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন যেমন- সেলাই প্রশিক্ষণ, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ, মৌ পালন প্রশিক্ষণ, মাশরুম প্রশিক্ষণ, পশুর টিকা প্রদান প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ।

স্বাস্থ্য ঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার স্বাস্থ্য সেক্টর উন্নয়নে ৯টি প্রকল্প/স্কীমের মাধ্যমে ২৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ খাতে জেলার স্বাস্থ্য অবকাঠামো নির্মাণ এবং জরুরী ঔষধপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য ঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জনস্বাস্থ্য সেক্টরে উন্নয়নে ২৬টি প্রকল্প/স্কীমের মাধ্যমে ৩ কোটি ৯২ লক্ষ ২০ হাজার টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ খাতে জেলায় নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ পয়ঃপ্রণালী খাতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিশেষতঃ খাগড়াছড়ি পৌর পানি সরবরাহ সেক্টর-এর ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং বিভিন্ন উপজেলায় গভীর ও অগভীর নলকূ,পাতকূপ এবং স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া খাগড়াছড়ি জেলায় গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবহার উন্নয়নের লক্ষ্য ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ্য টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

বস্তুগত অবকাঠামোঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বস্তুগত অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে ১০২টি প্রকল্প/স্কীমের মাধ্যমে ২৩ কোটি ৩৯ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ খাতে পার্বত্য জেলা পরিষদসহ জেলার বিভিন্ন সংস্থা/সংগঠনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নে খাতে ১০টি প্রকল্প/স্কীমের মাধ্যমে ১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতের উন্নয়নে জেলা ও উপজেলায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলা বিষয়ক প্রতিযোগিতা আয়োজনসহ বিভিন্ন সংগঠন/ক্লাব এর মাঝে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়েছে ।

অন্যান্য ব্যয় ঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্যজেলার অন্যান্য ব্যয় খাতে ২১৯টি প্রকল্প/স্কীমের মাধ্যমে ১৮ কোটি ৭৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ খাতে জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন,সরবরাহ ও সেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

কৃষি ঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার কৃষি উন্নয়ন খাতে ১১৩ টি প্রকল্প/স্কীমের মাধ্যমে ৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম করা হয়েছে। এ খাতে কৃষি উন্নয়ন, সেচনালা নির্মাণ,ফলদ বাগান সৃজনে সহযোগিতা ছাড়া ও বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।